সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

নবম সংখ্যা

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২২

ফটোগ্রাফি: সানোয়ার হোসেন সুমন

নতুন ভিসি প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা

ভিসি মহোদয়কে প্রাণঢালা সংবর্ধনা

সিলেট এমএজি ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন ভাইস-চ্যান্সেলরকে ফুল দিয়ে বরণ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্যারাসাইটোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। ২১ নভেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ এর ১০ (১) ধারা অনুযায়ী সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞাকে চার বছর মেয়াদে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ আদেশ প্রদান করেছেন। একাধারে শিক্ষক, গবেষক ও সংগঠক প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ ২৮ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি সিকৃবির সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, রেজিস্ট্রার, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা), পরিচালক (ভেটেরিনারি ক্লিনিক্স), পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা), পরিচালক (খামার), অতিরিক্ত পরিচালক (আইকিউএসি), বিভাগীয় প্রধান, হোস্টেল সুপার, সভাপতি (বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্রয় কমিটি) সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ সিলেট চ্যাপ্টারের সভাপতি, সিকৃবির গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। এদিকে সদ্য নিয়োগ পাওয়া সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞাকে আনন্দ আয়োজনে বরণ করে নিলো সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ভূঞা-কে বরণ করতে ক্যাম্পাস থেকে প্রায় ৩০০ জনের প্রতিনিধি দল সিলেট ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২৩ নভেম্বর সকালে জড়ো হয়। প্রতিনিধি দলে যুক্ত ছিলো শিক্ষক সমিতি, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ, অফিসার পরিষদ, গণতান্ত্রিক অফিসার পরিষদ, কর্মচারী পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিকৃবি শাখাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। পরবর্তীতে ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে একটি গাড়ি বহর ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে ভিসি প্রফেসর ভূঞাকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে বরণ করে ছাত্রলীগ। ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেই ভাইস-চ্যান্সেলর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সচিবালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞাকে রেজিস্ট্রারের নেতৃত্বে দপ্তর প্রধানবৃন্দ স্বাগত জানান। এসময় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলো ভাইস-চ্যান্সেলর সচিবালয়ে এসে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। দিনব্যাপী সংবর্ধনায় বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা), প্রক্টরিয়াল বডি, প্রভোস্ট কাউন্সিল, আঞ্চলিক সমিতি, কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘ, সাংবাদিক সমিতি, সিকৃবি গ্রাজুয়েট্স এর সদস্যবৃন্দ অংশ নিয়েছেন। এসময় ভিসি প্রফেসর ভূঞা বলেন, "সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 'আমার' নয়, এ বিশ্ববিদ্যালয় 'আমাদের' এবং জাতীয় সম্পদ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা দায়িত্ব পালন করে যাবো। প্রত্যেকের আলাদা 'জব ডেস্ক্রিপশন' রয়েছে, সবাই যার যার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবে"। ভিসি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করায় তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এসময় তিনি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রশাসনের সর্বস্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা কে ক্যাম্পাসে বরণ করছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

চুক্তি, উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

সাম্প্রতিককালে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অভূতপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। ম্যাক্স প্ল্যাংক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (ইনস্টিটিউট) প্রতিথযশা বিজ্ঞানিরা কাজ করে চলেছেন। টওসিমেন শহরে স্থাপিত ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজি টওসিমেন (Max Planck Institute for Biology Tübingen) এর সমন্বিত বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বিভাগের সাথে (Department of Integrative Evolutionary Biology) সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো। যার ফলে বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশেষ করে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউটের গবেষণার আইডিয়া, ফলাফল ইত্যাদি আদান প্রদান করতে একটি বড় সুযোগ তৈরি হলো। বছরের শেষ কর্মদিবসে ২৯ ডিসেম্বর ভাইস-চ্যান্সেলর সচিবালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জার্মানি থেকে অনলাইনে যুক্ত হোন প্রফেসর ড. আদ্রিয়ান স্ট্রেইট। সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম। ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজি টওসিমেনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বারনী অমরসিংহী। জার্মানির গবেষক ড. মার্কাস জোহান্সও এসময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেন সিকৃবির প্যারাসাইটোলজি বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ড. তিলক চন্দ্র নাথ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন

প্রফেসর ড. কাজী মেহেতাজুল ইসলাম, প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল মামুন, প্রফেসর ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোঃ আবু জাফর ব্যাপারী, মিসেস সেলিনা বেগম, ডাঃ আফরাদুল ইসলাম, কৃষিবিদ কামরুল ইসলাম, ডাঃ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। এ চুক্তির ফলে সমন্বিত গবেষণার পাশাপাশি দুই দেশের দুই প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ একসাথে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানিতে মাস্টার্স ও পিএইচডি করতে চায় তারাও এই সমঝোতা চুক্তির সুবিধা পাবেন।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করছেন রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম

বায়োকেমিস্ট্রি ও কেমিস্ট্রি বিভাগের গবেষণাগার উদ্বোধন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ও কেমিস্ট্রি বিভাগে একটি অত্যাধুনিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর ল্যাবরেটরিটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। উদ্বোধনের পর ল্যাবরেটরিটি ঘুরে দেখেন ভাইস-চ্যান্সেলর ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। পরবর্তীতে বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বায়োকেমিস্ট্রি ও কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান মোসাঃ রুবাইয়াৎ নাজনীন আখন্দের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার এবং বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মাস্টার্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্নাতক পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গবেষণাগারে পিসিআর মেশিন, হেমাটোলজি মেশিন, লেমিনার এয়ার ফ্লো কেবিনেট, স্পেকট্রোফটোমিটার, ইলেকট্রোফোরেসিস চেম্বার, ইউভি ট্রানসিলোমিনেটর, বায়োকেমিক্যাল এনালাইজার, ইনকিউবেটর, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিভাগটিতে বায়োকেমিক্যাল, মাইক্রোবিয়াল, এনিম্যাল নিউট্রিশন ও বায়োইনফরমেটিক্স বিষয়ে গবেষণা চালু রয়েছে।

ল্যাবরেটরি উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন আগত অতিথিবৃন্দ

কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ৩টি নতুন ল্যাব উদ্বোধন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে অত্যাধুনিক তিনটি গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাগার তিনটিতে সংযোজন করা হয়েছে আধুনিক সরঞ্জাম। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জিওইনফরমেটিক্স গবেষণায় দক্ষতা বাড়াতে ও আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে গুণগত গবেষণা করতে জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং টুলস ব্যবহার উপযোগী অত্যাধুনিক ওয়ার্ক স্টেশন নেটওয়ার্ক সার্ভার সম্বলিত তিনটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর কৃষি অনুষদের অন্তর্গত কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের তিনটি আধুনিক গবেষণাগার উদ্বোধন পরবর্তী সভা আয়োজন করা হয় কৃষি অনুষদের সম্মেলন কক্ষে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভাগটির শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদীয় ডিনবৃন্দ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক, প্রক্টর, কৃষি অনুষদের বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ ও অত্র বিভাগের এম.এস. শিক্ষার্থীবৃন্দ। সহযোগী প্রফেসর ড. অসীম সিকদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. মতিয়ার রহমান হাওলাদার বলেন, সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ধীরে ধীরে সকল সমস্যার সমাধান করা হবে। তার বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের গবেষণায় মনোযোগ দেয়া এবং সহ শিক্ষা কার্যক্রমের উপর জোর দেয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, গবেষণার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। বিভাগটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সামিউল আহসান তালুকদার সভাপতির বক্তব্যে বলেন, এই গবেষণাগার শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে গবেষণা গতিশীল হবে।

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সয়েল কেমেস্ট্রি ল্যাবের আধুনিকায়ন সম্পন্ন

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সয়েল কেমেস্ট্রি ল্যাবটিতে গত ২০২২ সালে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আধূনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে গবেষণাগারটির উদ্বোধনের মাধ্যমে বিভাগের শিক্ষকগণসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উন্নত এবং অধুনিক গবেষণা কাজের পথ সুগম হয়।

সয়েল কেমেস্ট্রি ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখছেন তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার

ফিজিওলজি গবেষণাগার ও এনিম্যাল শেড উদ্বোধন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ফিজিওলজি বিভাগের উদ্যোগে "পোস্ট গ্রাজুয়েট ল্যাবরেটরি" নামে নতুন একটি গবেষণাগার স্থাপন করা এবং অত্যাধুনিক এনিম্যাল শেডের উদ্বোধন করা হয়। ১২ জানুয়ারি এনিম্যাল শেডটি উদ্বোধন করেন সিকৃবির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। উদ্বোধন শেষে তিনি ল্যাব-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সংগ্রহশালা ঘুরে দেখেন। ফিজিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মীর মোঃ ইকবাল হাসান ছাড়াও এসময় ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ১৪টি বিভাগের চেয়ারম্যান, গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়নে হ্যামোটোলজিক্যাল অটো এনালাইজার, মাইক্রো সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, ফটো মাইক্রোস্কোপসহ উন্নত গবেষণার জন্য মোট ১৯টি নতুন যন্ত্র এই গবেষণাগারে সংযোজিত হয়েছে।

দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদের স্মরণে ক্যাম্পাসে প্রভাতফেরি সম্পন্ন হয়। প্রভাতফেরি সারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে সিকৃবি কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে এসে শেষ হয়। প্রভাতফেরি শেষে ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদবেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। এরপর একে একে জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটি, ডিন কাউন্সিল, প্রভোস্ট কাউন্সিল, প্রক্টরিয়াল বডি, শিক্ষক সমিতি, অফিসার পরিষদ, কর্মচারী পরিষদ, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ, বিভিন্ন অনুষদীয় ছাত্র সমিতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সংগঠনগুলো পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সিকৃবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম এম মাহবুব আলমের সঞ্চালনায় একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার বলেন, 'একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সকলকে দেশের জন্য কাজ করে যেতে হবে'।

সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রভাতফেরিটি শহিদমিনারের সামনে ধাবমান

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ২৬ মার্চ ভোর ছ'টা থেকেই শহিদমিনারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান প্রচার শুরু হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রশাসন ভবন, সকল একাডেমিক ভবন, অফিস ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৮টা ৩০ মিনিটে প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এর নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। শোভাযাত্রায় রেজিস্ট্রার, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা), প্রক্টরসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। শোভাযাত্রাটি সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শহিদমিনারে গিয়ে শেষ হয়। এরপর জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটির ব্যবস্থাপনায় শহিদমিনারে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণ করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এর ঠিক পরপরই শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শহিদমিনারে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলমের সঞ্চলনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শিশুদের দৌড় প্রতিযোগিতা, শিক্ষার্থীদের প্রীতি ভলিবল ম্যাচ, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রীতি ভলিবল ম্যাচ ও পিলো পাসিং খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জোহর মসজিদ কমিটির উদ্যোগে জাতির শান্তি-সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মন্দিরেও পূজা উদযাপন কমিটি বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে। জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেট থেকে ২নং গেটের রাস্তা পর্যন্ত এবং নতুন ভেটেরিনারি ভবনের সামনের রাস্তা হয়ে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার পর্যন্ত আলোক সজ্জা করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৫ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সকাল সাড়ে ৯টায় কৃষি অনুষদ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব প্রদান করেন তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। শোভাযাত্রাটি সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। কৃষি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এসময় শোভাযাত্রায় অংশ নেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা), প্রক্টর প্রমুখ। শোভাযাত্রা শেষে কৃষি অনুষদের সামনে নিম গাছের চারা লাগানো হয়। পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার, কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ শারফ উদ্দিন, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সামিউল আহসান তালুকদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহযোগী প্রফেসর ড. অসীম সিকদার। এদিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে গাছ রোপণ করেছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। সকাল থেকেই তারা বিভিন্ন হলের সামনে ফলজ, বনজ ও ওষুধি বৃক্ষরোপণ করে। উল্লেখ্য এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো "একটাই পৃথিবী। আসুন পৃথিবীর যত্ন নিই"

জাতীয় শোক দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনসহ অন্যান্য ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার এর নেতৃত্বে প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে একটি শোকর্যালি বের হয় এবং সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে প্রশাসন ভবনের সামনে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এসময় প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলমের সঞ্চালনায় ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার, জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটি, ডিন কাউন্সিল, শিক্ষক সমিতি, প্রভোস্ট কাউন্সিল, প্রক্টর কার্যালয়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের প্রভোস্ট ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিবৃন্দ, অফিসার পরিষদ, কর্মচারী পরিষদ, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ, গণতান্ত্রিক অফিসার পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, লেকচারার-অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর সোসাইটি, বিভিন্ন অনুষদীয় ছাত্রসমিতি, কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘ, সিকৃবি সাংবাদিক সমিতি, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, ওয়ান বাংলাদেশ, পলেমিক ক্লাব এবং খুলনা বিভাগীয় সমিতি। এদিকে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পবিত্র কোরআন খতম ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পূজা উদযাপন পরিষদ আয়োজন করে বিশেষ প্রার্থনা। বিকাল ৪টায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনাসভা "হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু" অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় ১৫ আগস্ট নিহত শহীদের স্মরণে সিকৃবির কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে "প্রদীপ প্রজ্জ্বলন" অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ আগস্টে শোকর‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উদযাপিত

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালিত হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সংগঠন শেখ হাসিনার জন্মদিন উদযাপনের আয়োজন করে। দুপুর ১২টায় অফিসার পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আনন্দ র‍্যালি সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে লেক সাইডে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অফিসার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. সালাহ উদ্দীনের সঞ্চালনায় সে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অফিসার পরিষদের সভাপতি মোঃ বদরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম.এম. মাহবুব আলম, জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক মোঃ আনিছুর রহমান, ভাইস-চ্যান্সেলরের একান্ত সচিব ডাঃ ফখর উদ্দিন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আশিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ এমাদুল হোসেন প্রমুখ। বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। আলোচনা সভা শেষে গণতান্ত্রিক অফিসার পরিষদের আয়োজনে কেক কাটা হয় এবং উপস্থিত সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এদিকে ক্যাম্পাসের প্রশাসন ভবনের সামনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালের পাদদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনের কেক কেটেছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম.এম. মাহবুব আলমসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রফেসর, সহযোগী প্রফেসর, সহকারী প্রফেসর এবং লেকচারারবৃন্দ এই কেক কাটা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে। এছাড়া গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ মোশারফ হোসেন সরকারের নেতৃত্বে দুপুর তিনটায় ভেটেরিনারি এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবনের সামনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপণ করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। বিকাল ৪টায় তারা আনন্দ মিছিল নিয়ে সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এর আগে বাদ যোহর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে সিকৃবি কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে ছাত্রলীগ, সিকৃবি শাখা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে অফিসার পরিষদের র‍্যালি

উৎসবের আমেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

নানা আয়োজনে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। ২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জাকজমক আয়োজনে এই উৎসব পালিত হয়েছে। সকাল ১০টায় প্রশাসন ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর (অ.দা.) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান। এসময় বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো হয়। এরপর ব্যান্ডের তালে তালে শুরু হয় আনন্দ র‍্যালি। র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে শুরু হয়ে শহরতলীর টিলাগড় ঘুরে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শিক্ষার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে সেই র‍্যালিতে অংশ নেয়। র‍্যালি শেষে টিএসসির আঙ্গিনায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কেক কাটা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান এসময় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ রাশেদ হাসনাত, কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ আসাদ-উদ-দৌলা, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ শাহ আলমগীর, কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন, রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামান এবং প্রক্টর (অ.দা.) ড. মোঃ তরিকুল ইসলাম। দিবসটি উপলক্ষ্যে জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর ভাইস চ্যান্সেলরের বাণী প্রচার করে। বাণীতে তিনি বলেন, "সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। আধুনিক চাষাবাদের পাশাপাশি হাওর বাওর নিয়ে শিক্ষকদের সাথে তারাও গবেষণায় যুক্ত হয়েছে। লোকজ ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিবিড় চর্চা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি, কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে 'আধুনিক বাংলাদেশ' নামক একটি জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানটির অনবদ্য অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" তিনি বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের শুভলগ্নে সামর্থ্য ও সদিচ্ছাকে সুসংহত করে দেশকে এগিয়ে নিতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। এদিকে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘ। কৃষ্ণচূড়ার শিল্পীরা নেচে গেয়ে পুরো ক্যাম্পাস মাতিয়ে রাখেন। রাত ৮টায় মঞ্চে উঠে অন্যতম দেশসেরা ব্যান্ডদল অ্যাশেজ। অ্যাশেজের কনসার্ট উপভোগ করতে ক্যাম্পাসের বাইরে থেকেও প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে।

ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ শোভাযাত্রা

পবিত্র-ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র-ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কোরআন তেলাওয়াত, রচনা, উপস্থিত বক্তৃতা, হামদ ও নাত, আযান, ইসলামী কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ অক্টোবর দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর (অ.দা.) প্রফেসর ড. মোঃ মেহেদী হাসান খান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মোঃ হারুন-আর-রশীদের সঞ্চালনায় এবং মসজিদ কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মোঃ আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর উপ-পরিচালক আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ মোঃ নজরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. মেহেদী হাসান খান বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শনের মাঝেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নির্দেশনা। আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে একটি সুন্দর জাতি গঠণ করা সম্ভব"। উল্লেখ্য, সপ্তাহব্যাপী এই প্রতিযোগীতায় ২০টি ইভেন্টে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এবং ৭১ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস পালিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়েছে। ১৮ অক্টোবর দুপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন পালন করা হয়। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল পুষ্পস্তবক অর্পণ, র‍্যালি, সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল । সকাল ১১টায় বঙ্গবন্ধু ম্যুরালের সামনে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় জাতীয় দিবস উদযাপদন কমিটি। সিকৃবির ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান এসময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, অফিসার পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনসহ অনেক সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরবর্তীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীও পালন করা হয়। এদিকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করেছে অফিসার পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন। বেলা ১১.৩০ মিনিটে প্রশাসন ভবনের সামনে অফিসার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. সালাহ উদ্দীন আহমদের সঞ্চালনায় একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন অফিসার পরিষদের সভাপতি মোঃ বদরুল ইসলাম। তিনি বলেন, শেখ রাসেল ছোট বয়সেই মানবিক, নেতৃত্ব সুলভ আচরণ, পরোপকারী গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। বেঁচে থাকলে আজকের ৫৮ বছরের মানুষটিও হতেন এক অনন্য গুণাবলির ব্যক্তিত্ব। দেশের শত্রুরা ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বর ও নির্মম এ হত্যাকাণ্ডে স্বপরিবারে শিশু রাসেলকেও হত্যা করেছে। তারা বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার চিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। তাদের ওই ঘৃণ্য অপচেষ্টা যে শতভাগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে-এটি আজ প্রমাণিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাথে শেখ রাসেলও বেঁচে থাকবে অনির্বাণ ভালোবাসা হয়ে।

শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

বিশ্ব ডিম দিবস পালিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হলো বিশ্ব ডিম দিবস ২০২২। ১৭ অক্টোবর সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবনের সামনে থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিটি সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশ নেয়। র‍্যালি শেষে ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের সম্মেলন কক্ষে দিবসটির প্রতিপাদ্য "প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন" নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভেটেরিনারি এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এম রাশেদ হাসনাতের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর (অ.দা.) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মোঃ জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ব ডিম দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এ. এস. এম মাহবুব, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অয়েস্ট্রার পোল্ট্রি ও ফিশারিজ লিমিটেড, সিলেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইমরান হোসেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ রুস্তম আলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এনাটমি ও হিস্টোলজি বিভাগের লেকচারার ডাঃ আঁখী পাল। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোল্ট্রি গবেষণা সেন্টারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আব্দুর রশীদ। এর আগে বালুচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আলুরতল বাগমারা মহল্লায় রফিক

শফিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ডিম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এসব স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আয়োজন করেছে সিলেটের কাজী ফার্মস লিমিটেড।

রোকেয়া দিবস পালিত

বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং প্রথম বাঙালি নারীবাদি লেখক বেগম রোকেয়ার জন্মদিন ও মৃত্যুদিবসে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হলো বেগম রোকেয়া দিবস। এ উপলক্ষে ৯ ডিসেম্বর প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এবং সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন। শোভাযাত্রাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। শোভাযাত্রায় নারী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং ছাত্রীরাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীতে ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবনের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম.এম মাহবুব আলম আলমের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মেহেদী হাসান খান, রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম, প্রভোস্ট কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. শরীফুন্নেসা মুনমুন, যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. আঞ্জুমান আরা, সার্জারি ও থেরিওজেনোলোজি বিভাগের প্রফেসর ড. নাসরীন সুলতানা লাকি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আশিকুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন এবং ছাত্রীদেরকে বেগম রোকেয়ার জীবন-দর্শন অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের কৃতি ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞার কাছ থেকে রোকেয়া দিবসের সম্মাননা গ্রহণ করছেন এক ছাত্রী

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

বিনম্র শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর বুধবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্যে দিয়ে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর কালো ব্যাজ ধারন করে প্রশাসন ভবনের সামনে হতে শোকর্যালি শুরু হয়ে সিকৃবির কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিটির নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। র‍্যালি শেষে পুষ্পস্তবক দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জানান ভাইস-চ্যান্সেলর, ডিনবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক সমিতি, অফিসার পরিষদসহ বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দ। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা কর্মীরাও ফুল দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবিদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম এম মাহবুব আলম শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন। এর আগে ১৩ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাণী প্রচার করেছে সিকৃবির জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা বলেন, "বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রক্রিয়া এখনো থামেনি। যারা মুক্তমনা, যারা বাঙালির কথা বলে, যারা বিজ্ঞানের কথা বলে, তাদের অনেককেই এখনো হত্যা করা হচ্ছে। তৎকালীন সময়ে এ অঞ্চলে অনেক বুদ্ধিজীবী ছিলেন। কিন্তু যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সাথে একমত, যারা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, যারা মুক্তমনা, যারা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতো, তাদের বেছে বেছে ১৯৭১ সালে হত্যা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীদের কাউকে হত্যা করা হয়নি। মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্ক ও অসাম্প্রদায়িক মেধাবী মানুষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতেই এই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়"। প্রফেসর ভূঞা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "শুধুমাত্র সার্টিফিকেট অর্জন করলে হবে না। মুক্ত চিন্তার অধিকারী হতে হবে এবং বাঙালিয়ানা চর্চা করতে হবে"। ভাইস-চ্যান্সেলর, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন কীর্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং দেশমাতৃকার প্রতি তাঁদের এই মহান আত্মত্যাগের মহিমা জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করার জন্য সকলকে আহবান জানান।

কালো ব্যাচ ধারণ করে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার

সিলেট মুক্ত দিবস পালন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেট মুক্ত দিবস পালন করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় প্রশাসন ভবনের সামনে হতে বর্ণাঢ্য শুভাযাত্রা বের হয়ে সিকৃবির কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে গিয়ে শেষ হয়। শুভাযাত্রাটির নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। র‍্যালি শেষে পুষ্পস্তবক দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান সিকৃবির ভাইস-চ্যান্সেলর, ডিনবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক সমিতি, অফিসার পরিষদসহ বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, কর্মচারীবৃন্দ ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা কর্মীরা। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের এই দিনে ভারত সীমান্ত ঘেঁষা সিলেট জেলা পাকহানাদার মুক্ত হয়। এ দিন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর তুমুল প্রতিরোধের মুখে পাক বাহিনী সাদা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করে। হানাদারমুক্ত হয় সিলেট।

সিলেট মুক্ত দিবসের শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা

মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। প্রভাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিজয় দিবস পালন শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৮ টায় ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখ হতে বিজয় র‍্যালি শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, ছাত্রলীগ শাখার নেতাকর্মী, প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর শহীদ স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, ডিন কাউন্সিল, প্রভোস্ট কাউন্সিল, প্রক্টর কার্যালয়, শিক্ষক সমিতি, গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমিতি, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ সিলেট চ্যাপ্টার, সাদাদল, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও হল শাখা, সকল অনুষদীয় ছাত্রসমিতি, বিনোদন সংঘ, কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘ, সাংবাদিক সমিতি, আঞ্চলিক সমিতি, মৃত্তিকা, ডিবেটিং সোসাইটি, প্রাধিকার, একুশ, অফিসার্স পরিষদ, কর্মচারী পরিষদ ও বিভিন্ন আবাসিক হলের পক্ষ হতে শহীদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শিশু-কিশোরদের দৌড় ও বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, পৃথকভাবে

কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের সামনে বর্ণাঢ্য বিজয় শোভাযাত্রা

শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রীতি ভলিবল এবং মহিলা শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৪টায় কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘ আয়োজন করে দেশ গড়ার শপথ অনুষ্ঠান-অটুট প্রত্যয়। দেশগান ও দেশের কবিতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলেও পরবর্তীতে সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে দেশ গড়ার দৃঢ় শপথ নেয়।

বিজয় দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও "অটুট প্রত্যয়" অনুষ্ঠান। কর্মসূচি শুরু হয় শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে, পরবর্তীতে আলোচনা সভা ও সর্বশেষ দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে শেষ হয় অটুট প্রত্যয়

ব্যাঙ সংরক্ষণ দিবস পালিত

ব্যাঙ সংরক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত হয়েছে ১৪তম ব্যাঙ সংরক্ষণ দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি, এনিম্যাল এন্ড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেভ দ্যা ফ্রগস ও প্রাধিকার যৌথভাবে ব্যাঙ সংরক্ষণ দিবস পালন করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নীলৎপল দে এর সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রাধিকার সভাপতি তাজুল ইসলাম মামুন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাধিকারের উপদেষ্টা ও বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাধিকারের উপদেষ্টা ড. তিলক নাথ, ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান, ডাঃ মোঃ মাসুদ পারভেজ এবং ডাঃ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিতি ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম, প্রাধিকারের সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান ও প্রাধিকার এর সকল সাধারণ সদস্য এবং নির্বাহী সদস্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসেন আহাদ মোল্লা। পরে ব্যাঙের হুমকি ও ব্যাঙ সংরক্ষণের উপায় নিয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রাধিকারের কোষাধ্যক্ষ মাহাদি হাসান ও প্রাধিকারের পরিচিতিমুলক উপস্থাপনা করেন সহকারী কোষাধ্যক্ষ তানভির হাসান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মেহেদি হাসান খান বলেন, গবেষণায় দেখা যায় ব্যাঙ থেকে আমরা নানা মূল্যবান ওষুধ তৈরি করি। যা আমাদের গবেষণাকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে সারাবিশ্বে ব্যাঙের সংখ্যা যেমন কমছে, তেমনি অনেক প্রজাতি হারিয়েও যাচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলে। ফলে প্রাণীজগতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সেমিনারে বক্তারা বলেন, ব্যাঙের আবাসস্থল ধ্বংস, নগরায়ন, জলাশয় ধ্বংস, কীটনাশকের অতিমাত্রায় ব্যবহার ও জীববিদ্যার ব্যবহারিক অংশে ব্যবচ্ছেদ করণের কারণে এ প্রাণির সংখ্যা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। উভচর প্রাণি ব্যাঙ ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগের বাহককে নাশ করে কৃষক ও মানব স্বাস্থ্যের উপকার করে।

শিক্ষাসফর, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সম্মেলন

মাছের প্যারাসাইটোলজি নিয়ে আন্তর্জাতিক গবেষকদের কর্মশালা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাছের প্যারাসাইটোলজি বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ মে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ভবনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কোরিয়ার আন্তর্জাতিক প্যারাসাইট রিসোর্স ব্যাংকের গবেষক ড. ডংমিন লি এবং কোরিয়ার চিম্বুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. ইউসেল ক্যাং এর পরিচালনায়, এবং মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বাংলাদেশের প্যারাসাইট রিসোর্স ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এই কর্মশালাটি সম্পন্ন হয়। কর্মশালায় "কালেকশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন অব ফিশ প্যারাসাইট" বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। খ্যাতিমান এই দুই কোরিয়ান গবেষক ছাড়াও কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন এবং প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলম প্রমুখ। সিকৃবির প্যারাসাইটোলজি বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ড. তিলক নাথের সঞ্চালনায় কর্মশালাটির সভাপতিত্ব করেন মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড।

কর্মশালায় অংশ নেয়া অতিথিবৃন্দ ফটোসেশনে অংশ নিয়েছেন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

১৫ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন মাঠে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক লেভেল ১, সেমিস্টার ১ এ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে মৌলিক ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তরুণ কৃষিবিদদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় অধিকতর মনযোগী হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "তোমরা জাগো, উঠো, বেড়িয়ে পড়ো"। সিকৃবির ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে তিনি বন্দুক-কামানের চেয়ে কলমকে বেশি শক্তিশালী বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরিকল্পনা মন্ত্রী হাওরাঞ্চলের মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার ঘোষিত কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করেন। ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বক্তৃতায় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার বলেন, "এইচএসসিতে শিক্ষার্থীরা যে পড়াশোনা করে তার ৪ ভাগের ১ ভাগ পড়াশোনা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্লাস রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব"। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায় বিনামূল্যে পড়াশোনা করেন। শিক্ষার্থীদের তিনি পড়াশোনা ও জ্ঞান চর্চায় মনযোগী হতে বলেন। ওরিয়েন্টেশন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামানের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন, রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম, প্রভোস্ট কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলম, প্রক্টর ড. তরিকুল ইসলাম। এর আগে সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১১টা ১০ মিনিটে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত ও গীতা পাঠের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সদ্য ভর্তি হওয়া নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কৃষি অনুষদের মোঃ মনিউর রহমান ফাহিম এবং বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের মোছাঃ আফিয়া জাহিন তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী প্রফেসর পার্থ প্রতীম বর্মন এবং এগ্রিকালচারাল কন্সস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেকচারার সুমাইয়া রশিদ।

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার

Geographic Information System: শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ দিনব্যাপি (৪ ও ৫ নভেম্বর, ২০২২) কৃষি অনুষদের স্নাতক কোর্সে অধ্যয়নরত ১৬ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে কৃষি অনুষদের ডিনের পৃষ্ঠপোষকতায় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "Fundamental and Applied Geographic Information Szstem: Level-I for QGIS" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটির কোর ট্রেইনার এবং ট্রেইনিং কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ শাহাদৎ হোসেন। এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণে কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সামিউল আহসান তালুকদার এবং ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চা উৎপাদন প্রযুক্তি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মাসুদুর রহমান আমন্ত্রিত রিসোর্স ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়াও মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের দু'জন গবেষণা সহকারী ইসরাত জাহান ও কাজী সানজিদা বেগম প্রশিক্ষণ সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন।

Soil Survey and Classification কোর্সের ফিল্ড স্টাডি সম্পন্ন

কৃষি অনুষদের ২০১৮-১৯ সেশনের লেভেল-৩, সেমিস্টার-২-এর শিক্ষার্থীদের Soil Survey and Classification কোর্সের ফিল্ড স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। গত ১০ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট ২ (দুই) জন কোর্স শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন এবং প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাশেম এর তত্ত্বাবধানে কৃষি অনুষদের ২০১৮-১৯ সেশনের লেভেল-৩, সেমিস্টার-২-এর ৭২ জন শিক্ষার্থীদের Soil Survey and Classification (SS 322) কোর্সের কারিকুলামে নির্ধারিত ফিল্ড স্টাডির মাধ্যমে খাদিমনগরস্থ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাঠ গবেষণাগারে Soil Series Identification, Evaluation of a Land for Major Crops Ges Soil Profile Describe করার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

মাঠ সফরে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ

সিলেট অঞ্চলে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

শিম জাতীয় সবজির উৎপাদন কলা-কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর সহায়তায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় কৃষক প্রশিক্ষণ। শিম জাতীয় সবজির উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান ০৯ এপ্রিল ২০২২ কৃষি অনুষদের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সিলেট অঞ্চলের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকসহ মোট ২৮ জন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাহফুজুর রব, শিম জাতীয় সবজির প্রধান গবেষক প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম ও প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ দেবনাথ এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তারা শুরুতেই শিম জাতীয় ফসলের পুষ্টিগুণ উল্লেখ করে এই ফসলের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়া সিলেট অঞ্চলে রবি ও খরিপ মৌসুমে পতিত জমিতে শিম জাতীয় ফসলের আবাদের মাধ্যমে মাটির গুনাগুন বৃদ্ধিসহ কৃষকদের আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন। কৃষকদের মাঝে দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিম ফসলের

চাষাবাদ কলা-কৌশল উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম। তিনি বলেন সিলেট অঞ্চলের উপযোগী সিকৃবি শিম-১, সিকৃবি শিম-২, বারি শিম-১, গোয়ালগাদ্দাসহ ফরাস বিচি, বরবটি আগাম চাষের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে পারবে। এই ফসল চাষ করে ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ঘরে ফসল তোলা সম্ভব। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের শেষে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে শিমের বীজ বিতরণ করা হয়।

কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর অর্থায়নে শিম জাতীয় সবজির উন্নয়ন ও উৎপাদন কলা-কৌশল বিষয়ক সিলেট বিভাগীয় কৃষি কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ জুলাই আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষকবৃন্দ শিম জাতীয় ফসলের উন্নয়নে কৃষি কর্মকর্তাদের গুরুতপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। পতিত মাঠে রবি ও খরিপ মৌসুমে শিম জাতীয় ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করার আহবান জানান। আগাম আবাদ ও উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে মতামত দেন। এই ফসল আবাদের মাধ্যমে মাটির গুনাবলী বৃদ্ধিসহ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। শিম জাতীয় চাষাবাদ কলাকৌশলের বিষদ বর্ণনা দেন প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও এনজিও কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিম জাতীয় সবজির উন্নয়ন ও উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক সিলেট বিভাগীয় কৃষি কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার অঞ্চলে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর সহায়তায় শিম জাতীয় সবজির উৎপাদন কলা-কৌশল বিষয়ক দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৭ ও ২৪ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার কার্যালয়ে। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ২৬ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষক ২৪ সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ কার্যালয়ে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বাহুবল ও হবিগঞ্জ উপজেলার ২৫ জন কৃষক। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ দেবনাথ এবং ড. মোঃ মাহফুজুর রব। আরো উপস্থিত ছিলেন বাহুবল ও হবিগঞ্জ উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রশিক্ষকবৃন্দ শিম জাতীয় ফসলের গুনাগুন উল্লেখ করে পুষ্টিমান বিবেচনায় এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। শিম প্রধানত রবি ফসল হলেও রবি ও খরিপ মৌসুমে এই ফসল আগাম আবাদের বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন। আগাম আবাদে এই অঞ্চলের পতিত জমির যথাযথ ব্যবহারের পাশাপাশি মাটির গুনাবলী উন্নয়নে শিম ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃষকের অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নে শিম ফসলের আবাদ খুবই জরুরী। উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল অবলম্বন করে কৃষকরা খুব কম সময়েই (৫০-৫৫ দিন) ফসল ঘরে তুলতে পারে। এই বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা ও তার ফলাফল তুলে ধরেন প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম। এই মৌসুমে শিম জাতীয় সবজির দাম বেশি পাওয়ায় কৃষকরাও দিন দিন উৎসাহিত হচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষে শিম উৎপাদনকারী দুইজন কৃষক তাদের মাঠে চাষাবাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষকবৃন্দ তাদের মাঠ পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান শেষে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে শিম জাতীয় সবজির বীজ বিতরণ করা হয়।

শিম জাতীয় সবজির উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান শেষে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে শিমের বীজ বিতরন

মৌলভীবাজারের এগ্রোফরেস্ট্রি ফিল্ড ভিজিট অনুষ্ঠিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের বি.এস.সি এজি. (অনার্স) লেভেল-৩, সেমিস্টার-১ শিক্ষার্থীদের মৌলভীবাজার জেলার আকবরপুরের গিয়াসনগরে অবস্থিত আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে (আরএআরএস) গত ২৮ মে দিনব্যাপী ফিল্ড ভিজিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ফিল্ড ভিজিটে কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ সামিউল আহসান তালুকদার, ড. অসীম সিকদার, ড. ওমর শরীফ, ড. রানা রায় ও মিতালী দাশ এর তত্ত্বাবধানে ৭২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আকবরপুরে অবস্থিত আরএআরএস পরিদর্শন করা হয়। শুরুতে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ জামাল হোসেন ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহা. শাহিনুজ্জামান পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেসনের মাধ্যমে আরএআরএস-এর কার্যক্রম, সিলেট অঞ্চলের

মৌলভীবাজারের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীবৃন্দ

কৃষির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন। পরে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সারোয়ার আলম ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ শামছুজ্জামান আরএআরএস-এর ভাসমান সবজি চাষ, ড্রাগন ফ্রুটের বংশবিস্তার ও উৎপাদন টেকনোলজি, পাহাড়ী অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী MATH (Modern Agricultural Technology in the Hills) মডেল, বাণিজ্যিকভাবে কফি, কাজু বাদাম চাষের সম্ভাবনা যাচাই শীর্ষক চলমান গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ সামিউল আহসান তালুকদার বলেন, গুনগত মানের গ্রাজুয়েট তৈরীর জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবে পাঠদানের পাশাপাশি মাঠের অভিজ্ঞতাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ফলপ্রসূ ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীববৈচিত্র, বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও সিলেট অঞ্চলের জন্য উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ কৃষি গবেষণা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

আরএআরএস-এ ড্রাগন ফ্রুটের বংশবিস্তার টেকনোলজি প্রদর্শন করছেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ শামছুজ্জামান

সিলেটে টেকসই মৎস্যখাত শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্পন্ন

'সিলেটে টেকসই মৎস্যখাত শীর্ষক তিন দিনব্যপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের আয়োজনে দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সম্মেলনটি। সম্মেলনের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্যখাত'। এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত, ডেনমার্ক, মালোয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কোরিয়াসহ প্রায় দশটি দেশ থেকে তিন শতাধিক গবেষক অংশ নিয়েছে। তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে মৎস্যখাত সংক্রান্ত ১৯৩টি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হবে। ১৬ আগস্ট সকাল ১০টায় সিলেটের সুবিদ বাজারের খান'স প্যালেস সম্মেলন কেন্দ্রে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড'র সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিকৃবি তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। এসময় সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মলা মাছ ও জলজ খাদ্যের মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরণে অসামান্য অবদান রেখে বিশ্ব খাদ্য পুরষ্কার পাওয়া বিজ্ঞানী ওয়ার্ল্ডফিশের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গ্লোবাল লিড ড. শকুন্তলা হরাকসিংহ থিলস্টেডকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। তিনি বলেন, মৎস্যখাত আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার এ খাতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মৎস্যখাত শীর্ষক এ সম্মেলন পরবর্তীতে মৎস্য উৎপাদন পদ্ধতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেও জানান তিনি। মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন এবং টেকসই মৎস্যখাত শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড বলেন, আমরা ২০১৯ সালে প্রথম সম্মেলন শুরু করি। ২০১৯ সালের ১ম সম্মেলনে ৩৫০ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেছিল এবং দুই শতাধিক গবেষণা উপস্থাপন করা হয়েছিল। করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ সালে সম্মেলনটি করা সম্ভব হয়নি বলেও উল্লেখ করেন। এসময় তিনি আরো বলেন, আজ টেকসই মৎস্যখাত বিষয়ক দ্বিতীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলন চলবে। এবারের সম্মেলনে প্রায় দুশোটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত এবং বাইশটি গবেষণা পোস্টার প্রদর্শিত হয় বলে জানান তিনি। প্রফেসর কুন্ড বলেন, এসডিজিতে কিভাবে মৎস্যখাত অবদান রাখতে পারে সেই বিষয়কে এবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবারে সম্মেলনে এটিই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি বলেন, দুই দিনে ১৬টি অংশে ভাগ করে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। এসডিজি টার্গেট পূরণ করতে মৎস্যখাত কিভাবে ভূমিকা রাখবে তা সবার সামনে উপস্থাপন করা হয়। বিশ্ব খাদ্য পুরষ্কার পাওয়া বিজ্ঞানী ওয়ার্ল্ড ফিশের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গ্লোবাল লিড ড. শকুন্তলা হরাকসিংহ থিলস্টেড তার বক্তব্যে দেশীয় ছোট মাছের গুণাগুনের কথা ব্যক্ত করে বলেন, দেশীয় মাছের মধ্যে মলা মাছ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। বাংলাদেশ পুষ্টি ঘাটতি পূরণে দেশীয় মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানান তিনি। এছাড়াও এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মলা মাছ বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও কম্বোডিয়া এবং মায়ানমারে পাওয়া যায়। সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল বলেন, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে সুলভ মূল্যে যেটি পাওয়া যায় তা মাছ। এ সময় তিনি একটি বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করেন তা হলো কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি। তিনি দাবি করেন কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন বাড়াতে আমরা সক্ষম হয়েছি। এসময় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, ওয়ার্ল্ড ফিশের আঞ্চলিক পরিচালক ক্রিস্টফার রোজ প্রাইস, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমের পরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহম্মদ ও সম্মেলন আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব প্রফেসর ড. এম এম মাহবুব আলম। এছাড়াও ১৭ আগস্ট সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান। যেখানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন, সিলেটের সহকারী হাই কমিশনার নিরাজ কুমার জয়সওয়াল, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমের পরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহম্মদ। এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলম। এরপর ১৮ আগস্ট সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী ও বিদেশ থেকে আগত গবেষক ও অতিথিবৃন্দ সুনামগঞ্জের মাদার ফিশারিজ খ্যাত প্রাকৃতিক জলাভূমি টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণ করেন।

সম্মলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান

গবেষণা ও প্রযুক্তি

শিমের নতুন জাত উন্নয়ন গবেষণায় অগ্রগতি

বাংলাদেশে শীতকালীন সবজির মধ্যে শিম একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। রবি ফসল হলেও খরিপ মৌসুমে শিমের চাষাবাদ লাভজনক ও প্রশংসনীয়। সিলেট অঞ্চলে শীতকালীন সবজি শিমের উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালীন সবজি হিসেবে শিমের চাষাবাদ এই অঞ্চলে ছিল না। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের গবেষক ও শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম এর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পেল গ্রীষ্মকালীন দুটি নতুন শিমের জাত। সিকৃবি শিম-১, সিকৃবি শিম-২, জাত দুটি উদ্ভাবনের পর সিলেট, হবিগঞ্জ অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। খরিপ মৌসুমে এই জাত দুটির ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকরা অধিক লাভবান হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম আরো কিছু নতুন জাত উদ্ভাবনের গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। যার ফলশ্রুতিতে শিমের কিছু নতুন কম্বিনেশন উদ্ভাবনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করেন। তিনি জাত উদ্ভাবনের গবেষণার খোঁজখবর নেন ও নতুন জাতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসময় বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন

সিকৃবিতে মাৎস্য পরজীবীবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা শুরু

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বারের মতো "Collaborative Research on Fish Parasitology" বিষয়ক গবেষণা শুরু হয়। ৫ ডিসেম্বর গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিকৃবির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। এসময় ইন্টারন্যাশনাল প্যারাসাইট রিসোর্স ব্যাংকের গবেষক ড. ডংমিন লি, কোরিয়ার চিন্নুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ড. ইউসুয়েল ক্যাং এই গবেষণার সাথে যুক্ত রয়েছেন। সিকৃবির ফিশ হ্যাল্থ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের আয়োজনে, প্যারাসাইটোলজি বিভাগের সহযোগিতায় গবেষণার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড। ড. তিলক নাথের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন। দুটি বোয়াল মাছের ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে এই গবেষণা কার্যক্রমের সূচনা করেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। পরবর্তীতে দুই বিদেশী গবেষক ভাইস-চ্যান্সেলরকে কোরিয়া থেকে আনা দুটি শুভেচ্ছা স্মারক উপহার প্রদান করেন।

বোয়াল মাছের ব্যবচ্ছেদ করছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাদকৃষি প্রযুক্তি

বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর থেকে সিলেট একটু আলাদা। এখানকার ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া যেমন ভিন্ন তেমনি শহরের গঠনটাও ভিন্ন। উচুঁ নিচু ভূমির ফাঁকে ফাঁকে বড়বড় দালান-কোঠা দিয়ে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ঢাউস সাইজের ভবনের সাথে সাথে দিনদিন এর জনসংখ্যাও বাড়ছে এবং কমছে গাছপালা। সম্প্রতি আবার যুক্ত হয়েছে বন্যার ভয়। উজানের ঢলে মুহূর্তেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় মাঠ, রাস্তা ও ঘরবাড়ি। প্রবাসী অধ্যুষিত এই জনপদে নগর কৃষি বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এলো সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ভবনের ছাদে স্থাপিত হয়েছে একটি আদর্শ ছাদবাগান। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমের (সাউরেস) অর্থায়নে কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. চন্দ্র কান্ত দাশ এই ছাদবাগান গড়ে তুলেছেন। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ছাদের প্রতিটি জায়গায় মেপে মেপে ছোট-বড় নানা সাইজের টব বসানো, সেই সাথে রয়েছে চারকোণাকৃতি স্ট্রাকচার ও সবজির জন্য তৈরী মাচা। সেখানে ফলেছে নানা রকমের মৌসুমী সবজি। কোথায় ধরে আছে থোকা থোকা ফল, আর কোথাও ফোটেছে রঙিন ফুল। ঢাকায় ছাদবাগান প্রযুক্তি বেশ সাড়া ফেললেও সিলেটে এখনও ততটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। যদিও এ বিষয়ে দিনদিন মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। করোনা মহামারীতে মানুষ ঘরবন্দি থাকার সময় টের পেয়েছে, ছাদকৃষি কতোটা জরুরী। কয়েকটি পরিবারের সারাবছরের ফল সবজির যোগান দেয়ার সক্ষমতা রাখে এক টুকরো ছাদ। হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটানো বা কাপড় শুকানোর পাশাপাশি দশ বারোটি টবের জায়গা করে দিলে, সেখানে গৃহিনী থেকে শুরু করে ঘরের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির তত্ত্বাবধানেও গড়ে উঠতে পারে ছাদকৃষি। প্রফেসর ড. চন্দ্র কান্ত দাশ বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় শখের বসেই কয়েকটি টব দিয়ে শুরু করা উচিত। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সবজি, ফল, ফুল সহ চাইলে কেউ বাণিজ্যিক ভাবেও ছাদকৃষি করতে পারেন। তবে ছাদবাগানে সফল হতে চাইলে শুরু থেকেই পরিকল্পিতভাবে বাগান শুরু করতে হবে। তিনি তার আদর্শ ছাদবাগানে মাটির কম্পোজিশনে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অর্গানিক সারের পাশাপাশি ভালো সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন ছাদবাগানের মাটির মিশ্রণ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে টবের মাটির ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুব ভাল হয়। তাছাড়া সিলেটে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে মাটির সাথে সমপরিমাণে গোবর বা কম্পোস্ট ও কোকোপিট মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করলে অত্যাধিক বর্ষাতেও মাটি ঝুরঝুরে থাকবে। ছাদের এক কোণায় লকলকে কলমি শাক দোল খাচ্ছে। শাকের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন, বাজারে এখন সবকিছুর দাম বাড়তি। তাছাড়া সবজি ও ফলের উপর ক্রেতাদের আস্থার জায়গাও কমে আসছে। কেমিক্যাল ও প্রিজারভেটিভের কারণে মানুষ কিছু কিনতে গিয়ে সন্দেহের চোখে তাকায়। অথচ একটি

মধ্যবিত্ত পরিবার খুব সহজেই ছাদের কোণায় সবজি ও শাক চাষ করে তাদের সারাবছরের শাকের চাহিদা মেটাতে পারে। মোট ২৩০০ বর্গফুট জায়গায় ফলজ-ভেষজ গাছের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে নানা দেশী-বিদেশী প্রজাতির ফুল গাছ। ড. চন্দ্র কান্ত তাঁর মডেল ছাদবাগানে ২২ প্রজাতির সবজি, ৩৫ প্রজাতির ফল, ৩০ প্রজাতির ফুল, ১৩ প্রজাতির মসলা এবং ইনডোর প্যান্ট, সাকুলেন্ট ও ক্যাকটাস মিলে মোট ১৬৫টির ও অধিক প্রজাতির গাছ লাগিয়েছেন। ফুল ও ফল গাছের সাড়িগুলো তিনি এমনভাবে সাজিয়েছেন যেন, ফলগাছের পরাগায়নে সুবিধা হয়। পরাগায়ণের সুবিধার্থে তিনি ছাদে কয়েকটি মৌচাক বাক্স স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন সিলেটে চারপাশে ছোট বড় টিলা থাকায় মৌমাছির জন্য প্রাকৃতিক খাবার বিদ্যমান রয়েছে। এপিস সেরানা জাতের মৌমাছির বাক্স অনায়াসে ছাদে রেখে চাষ করা সম্ভব। এতে খুব একটা বাড়তি যত্ন নেয়ারও প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি ফসলের পরাগায়ণেও ভূমিকা রাখতে পারে এবং বছরে ২-৩ বার মধুও আহরণ করা সম্ভব। ড. চন্দ্র কান্ত দাশ বলেন, একটা সময় মানুষ ছাদে বা ব্যালকনির টবে শুধু কয়েকটা ফুল গাছ লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু অনেক বাসায় এখন দুটো মরিচ গাছ বা একটি বেগুন গাছের দেখা মিলে। বারান্দায় লাউ, শীম, কুমড়ার লতাও ঝুলে। তিনি তার বাগান ঘুরিয়ে বলেন, বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাধাকপি, ওলকপি, পালংশাক থেকে শুরু করে গ্রীষ্মকালীন কলমিশাক, ঢেঁড়স, কচু সহ লালশাক, পালংশাক, পুঁইশাক, করলা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, বরবটিসহ যেকোন শাকসবজি অল্প পরিশ্রমে ছাদবাগান থেকে মিলে। কৃষি অনুষদের ছাদবাগানে ইতিমধ্যে ফলেছে লেবু, জাম্বুরা, পেয়ারা, করমচা, আমড়া, পেঁপেসহ কয়েকটি জাতের ফল। তিনি বলেন, যেভাবে মানুষ বাড়ছে, নগরায়ন বাড়ছে, কৃষিজমি কমছে তাতে শহরের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে নগর কৃষির সম্প্রসারণ জরুরী। তাই নগরে ছাদ কৃষির আয়োজন একদিকে যেমন নিরাপদ খাদ্যের যোগান দিতে পারে, তেমনি পরিবেশ সমুন্নত রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে, সর্বোপরি মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ছাদকৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাগান করতে ভবনের কোন ঝুঁকি আছে কি না সে বিষয়ে, প্রফেসর ড. চন্দ্র কান্ত দাশ জানান, বেশিরভাগ ভবনের ছাদ এখন পানিরোধী। যদি পানিরোধী ছাদ না হয়, তাহলে সেটির উপরে একটি স্তর স্থাপন করলেই ছাদবাগান করা সম্ভব। এছাড়াও বাজারে এখন অনেক প্রযুক্তি বিদ্যমান আছে যাতে পরিকল্পনামাফিক ছাদকে ছাদ কৃষির জন্য উপযুক্ত করে তোলা যায়।

নিজের ছাদ বাগানের সাথে গবেষক প্রফেসর চন্দ্র কান্ত দাশ

ক্যাম্পাসের ভেতরেই চা বাগান, চলছে গবেষণা

টিলাঘেরা সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) সবুজ ক্যাম্পাসের ২টি টিলায় শুরু হয়েছে চা নিয়ে গবেষণা। দুই একর জায়গা নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম এই অর্থকরী ফসলের চাষ ও গবেষণা চলছে। গত তিন বছর ধরে তিল তিল করে এই চা বাগান গড়ে তুলেছেন কৃষি অনুষদের ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চা উৎপাদন প্রযুক্তি বিভাগের প্রফেসর ড. এ.এফ.এম. সাইফুল ইসলাম। সকালের সোনালী আলোতে চা বাগানে ঢুকতেই উঁচু নিচু সবুজ ল্যান্ডস্কেপ মনকে তরতাজা করে দেয়। এই ভাদ্র মাসে ছায়াগাছ দিয়ে আবৃত চা বাগান কচি কশিলয়ের ঘ্রাণে মো মো করছে। বোঝাই যাচ্ছে চায়ের পাতা তোলার উপযুক্ত সময় চলছে। ছায়াগাছের গোড়ায় গোড়ায় লাগানো গোলমরিচ ও খুলনা বিভাগের বিখ্যাত চুই ঝাল গাছ লতে বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। শুধু চা নয় কফি গাছেরও দেখা মিললো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি চা বাগানে। পানীয় ফসলের এই বাগানে আরো রয়েছে লেমন ঘাস ও তুলসি। প্রফেসর সাইফুল জানিয়েছেন এগুলো চায়ের মূল্য সংযোজন করে। আরো রয়েছে কাজু বাদাম। এন্টি অক্সিডেন্ট উপাদান থাকার কারণে চা নিজেই ঔষধী গাছ। তুলসী, বাদাম এবং লেমন ঘাস এর ঘ্রাণ ও মানের সাথে ঔষধি গুণাগুণও বাড়িয়ে দেবে। চা গাছে যেমন কচি পাতায় এসছে কফি গাছেও এসেছে থোকায় থোকায় ফল। Coffea Arabica ও Coffea robusta এই দুই জাতের কফির গবেষণা চলছে এখানে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে কফির চারা সংগ্রহ করা হয়। চাষ ব্যবস্থাপনা, জাত নির্বাচনের তারতম্যে কফি উৎপাদনে কী প্রভাব পড়ছে সেটি দেখাই মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও ফল সংগ্রহের সময় এবং বেকিং টইম কম বেশি করে কফির উৎপাদন ও মান বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা চলছে। ড. সাইফুল বলেন, "পাট শিল্প, চিনি শিল্প ইতোমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে, চা শিল্পের বিরুদ্ধেও ষরযন্ত্র চলছে। গ্রাম থেকে শহর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয় পানীয় চা। বাংলাদেশে দিনদিন এর চাহিদা বেড়েছে কিন্তু উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়েনি। চাহিদার কথা মাথায় রেখে সরকারকে ২০১৫ সাল থেকে বাইরের দেশ থেকে চা আমদানী করতে হচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো, নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস খরার সময় বাংলাদেশে চা পাতা তোলা যায় না। তাই সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চা বাগানে ড্রট টলারেন্ট ভ্যারাইটি বা খরা সহিষ্ণু চায়ের জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া চলছে"। তিনি জানান, একজন পিএইচডি ছাত্র তার সাথে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে গবেষক দলটি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বাগানের সেরা সেরা চায়ের চারা সংগ্রহ করেছে। সেচের পরিমাণ কমিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে চা গাছ টেকানো যায় কি না, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি মাইট (পাতার রস খেয়ে ফেলে এক ধরণের ক্ষুদ্র পোকা) এবং অন্যান্য পোকা চা পাতার কি কি ক্ষতি করছে সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং মাইট ও পোকা সহিষ্ণু চায়ের জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাংলাদেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দু প্রকার চায়ের চাষ হয়। একটি চীনের চা বা ক্যামেলিয়া সাইনেসিস, আরেকটি আসামের চা বা ক্যামেলিয়া আসামিকা। সিলেট এক সময় ভারতের আসাম অঞ্চলেরই অংশ ছিলো। সিলেট ও আসামের ভূপ্রকৃতি এবং আবহাওয়া প্রায় একই রকম। তাই সিলেটের উপত্যাকায় আসামিকা চায়েরই উৎপাদন বেশি। স্ট্রং মল্ট ফ্লেভার এবং বড় দানার জন্য এর চাহিদা ব্যাপক। আসামের টোকলাই চা গবেষণা কেন্দ্র থেকে আনা হয়েছে বিশেষ প্রজাতির ৯টি জাত। তবে গবেষক ড. সাইফুল মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বিটি-২ চা কে এগিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, বিটি-২ এর পপুলেশন ডেনসিটি (স্থান অনুযায়ী গাছের আধিক্য) সামান্য বাড়িয়ে দিলেই মোট উৎপাদন বেড়ে যায়। তিনি পান্ট স্পেসিং (এক গাছের থেকে আরেক গাছের দূরত্ব) কমিয়ে বিটি-২ চাষ করতে চা বাগান মালিকদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, পাতা বড় দেখে অনেকে আসামিকা জাত চাষ করে থাকেন। কিন্তু মানের দিকে বাংলাদেশী জাতগুলোই সেরা। উৎপাদন বাড়াতে তিনি একশ বছরের বুড়ো চা গাছগুলোকে রিপেস করার জন্য টি স্টেটগুলোকে অনুরোধ করেছেন। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চা বাগানে ৯ প্রজাতির ভারতীয় টোকলাই প্রজাতির চা গাছ ছাড়াও বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বিটি-১ থেকে বিটি-২২ পর্যন্ত ক্লোনগুলো চাষাবাদ হচ্ছে। সাথে রয়েছে ১টি বাইক্লোনাল ভ্যারাইটি ও ৪টি বাংলাদেশী বাগানের ক্লোন। ল্যাটিন স্কয়ার ডিজাইনের এই গবেষণা মাঠ থেকে প্রতিদিন ২৪টি প্যারামিটারে তথ্য সংগ্রহ চলছে। চা শিল্পের বেহাল দশা নিয়ে গবেষক ড. সাইফুলের কিছু আক্ষেপ রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি প্রায় ৩০টিরও বেশি বাগান পরিদর্শন করে দেখেছি, চা উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় চা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন এমন লোক নেই।

বাগানগুলোতে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ হচ্ছে না বিধায় আজ চা শিল্পের বেহাল দশা। চা উৎপাদনশীলতা, চা গাছের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা গ্র্যাজুয়েট লাগবে"। সঠিক জায়গায় সঠিক মানুষ না থাকলে একসময় এ শিল্পটি মুখ থুবরে পড়তে পারে বলে এই গবেষক আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিটি চা বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক পদে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কৃষিবিদ নিয়োগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ক্যাম্পাসের এই ছোট্ট চা বাগানটি প্রাথমিক অবস্থায় এনএটিপির প্রজেক্ট ছিলো। পরবর্তীতে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের (কেজিএফ) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এখন বড় একটি জার্মপ্লাজম স্থাপিত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চা উৎপাদন প্রযুক্তি বিভাগ ও কীটতত্ত্ব বিভাগ এই গবেষণায় সরাসরি যুক্ত হয়েছে। প্রধান গবেষক প্রফেসর ড. এ.এফ.এম. সাইফুল ইসলাম ছাড়াও এই গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মালেক এবং রশীদুল হাসান।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থাপিত হয়েছে মিনি চা বাগান

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২১-২০২২ উদ্বোধন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃঅনুষদীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২১-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ মার্চ বিকালে ভলিবল ম্যাচের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার কার্যক্রম শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামান এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। টুর্নামেন্ট উপ-কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. শাহ আহমেদ বেলাল ও শরীর চর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মোঃ ছানোয়ার হোসেন মিয়ার সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ শাহ আলমগীর, বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ মেহেদী হাসান খান, প্রভোস্ট কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলম, প্রক্টর ড. তরিকুল ইসলাম রানা প্রমুখ। ছাত্রদের ভলিভল খেলার প্রথম ম্যাচে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ এবং বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের দুটি টিম অংশগ্রহণ করেন। একই সময়ে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের হলেও ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ব্যাডমিন্টন খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কারণে ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

কনভকেশন গ্রাউণ্ডে ভলিবল টুর্ণামেন্ট চলছে

আন্তঃ অনুষদীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ভেটেরিনারি অনুষদ জয়ী

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী আন্তঃ অনুষদীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। শরীরচর্চা বিভাগের উদ্যোগে এই টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলা ৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচে ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষি অনুষদের সাথে ৪-১ গোলে জয় লাভ করে। এদিকে ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচে সেরা পুরস্কার পেয়েছেন ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের জুনায়েদ আহমেদ। ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট হয়েছেন মাৎস্য-বিজ্ঞান অনুষদের রাফিদ। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও মানবিক আচরণের জন্য মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ফুটবল টিম-কে "ফেয়ার প্লে ট্রফি" প্রদান করা হয়েছে। এদিকে খেলা শেষে আন্তঃ অনুষদীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন সিকৃবির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। প্রফেসর ড. মোঃ আবু জাফর ব্যাপারির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ রাশেদ হাসনাত, কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ আসাদ উদ দৌলা, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ শাহ আলমগীর, শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মোঃ ছানোয়ার হোসেন মিয়া, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ সামছুজ্জামান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহাগসহ বিভিন্ন অনুষদ ও দপ্তরের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাবৃন্দ। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষে উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সিকৃবি শাখার সভাপতি মোঃ আশিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ এমাদুল হোসাইন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভিসি প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা বলেন, খেলাধূলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। শিক্ষার্থীরা খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকলে বাজে স্বভাবের দিকে আর যাবে না, পড়াশোনায় মনযোগী হবে।

বিজয় দলের সাথে অংশ নিয়েছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা

কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘের বছরব্যাপী কর্মসূচি

বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির যাত্রা শুরু।

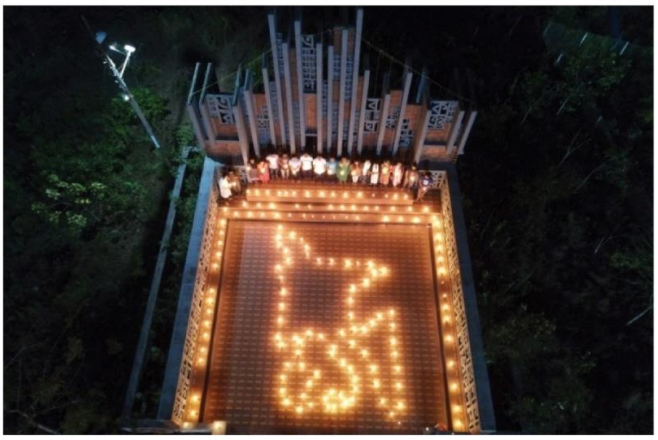

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কাপুরুষের মতো 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকাসহ সারাদেশে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মেতে ওঠে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যায়। এই কালরাত্রিতে নিহত সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘ আলোক প্রজ্জ্বলন করে।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘের ইফতার মাহফিল আয়োজন

পথচলার ১৪ বছর পূর্তি কেক কেটে উদযাপন

"Only One Earth" স্লোগানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কৃষ্ণচূড়া সাংস্কৃতিক সংঘের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ।

কৃষ্ণচূড়া প্রতিবছর নবীণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সেরা প্রতিভাবান নির্বাচন করে। এবছর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০২২ সেরা প্রতিভাবান মনিউর আর ফাহিম ও ঐশ্বর্য চক্রবর্তী। ছবিতে বিজয়ীদের নিয়ে কৃষ্ণচূড়ার শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ।

"সূর্যালোকে বর্ণমালা" পরিষ্কারের মাধ্যমে বিজয়ের মাসকে বরণ

আর্ত ও অসহায়দের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করছে কৃষ্ণচূড়া

পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটি মেয়র আরিফ

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যুক্ত হলো সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সিকৃবি ক্যাম্পাস আগে টুলটিকর ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। সিটি কর্পোরেশনের নতুন অন্তর্ভুক্ত এলাকার তালিকা প্রকাশ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলো জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন থেকে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এদিকে ১২ জানুয়ারি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলরের আমন্ত্রণে পরিদর্শনে আসেন সিলেট সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে সিটি মেয়রকে অভ্যর্থনা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। এসময় ভাইস-চ্যান্সেলর সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় মেয়রের কাছে বিভিন্ন দাবী তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী স্টেশন নির্মাণ, সুপেয় জল সরবরাহের সংযোগ প্রদান, মাদানীবাগ ঈদগাহ হতে টিলাগড় ইকোপার্ক রাস্তায় সিকৃবির স্থায়ী তোরণ/গেইট নির্মাণ, ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কে স্ট্রিট-লাইট সরবরাহ, ক্যাম্পাসের সীমানা প্রাচীর স্থাপন, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সৌর বিদ্যুতায়িত বাতি স্থাপন, পানি নিষ্কাশনের ড্রেন সংস্কার, মশক নিধনে নিয়মিত স্প্রে প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও মাছের মাধ্যমে মশার বংশ নিধন বিষয়ক গবেষণা, মেয়েদের হলের নিরাপত্তা জোড়দার, পরিবেশবান্ধব উপায়ে পলিথিন ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোস্ট সার তৈরি. র‍্যাবিস ভ্যক্সিন প্রদানসহ নানা উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা সভায় মেয়র আরিফ বলেন, "বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রতি আমার আলাদা রকমের দূর্বলতা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের ভেতরে আসাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সিটি কর্পোরেশন উভয়ই লাভবান হলো। কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হবার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা আরও বেশি নাগরিক সুবিধা পাবেন"। তিনি সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানিকাল গার্ডেন করার প্রস্তাব করেন সিটি মেয়র। সিলেট শহরে পানি নিষ্কাষন ও ছাদকৃষি বিষয়ে সিকৃবির গবেষকদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা করারও অনুরোধ করেন তিনি। প্রফেসর ড. মতিয়ার রহমান হাওলাদার বলেন, "সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত এলাকাতে যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তা থেকে আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। এখন হতে অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, সরকারি বাজেট বরাদ্দসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা আরো মসৃণ হবে"। মোঃ বদরুল ইসলাম বলেন, "উন্নয়নের মানসকণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারবাহিকতায় সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত হলো সিকৃবি ক্যাম্পাস"। আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা), প্রক্টর, অফিসার পরিষদের সভাপতি, দপ্তরপ্রধানবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। সিটি কর্পোরশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার নূর আজিজুর রহমান, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ইয়াসমিন নাহার রূমা ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোঃ মতিউর রহমান খানও আলোচনা সভায় যোগ দেন। সভাশেষে সিটি মেয়রকে ক্রেষ্ট দিয়ে সংবর্ধনা জানায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম

সিকৃবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি সায়েম উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ১১টি পদের বিপরীতে মাত্র একজন করে বৈধ প্রার্থী থাকায় সিকৃবি শিক্ষক সমিতি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন-২০২২ এর ভোট গ্রহণ ছাড়াই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সভাপতি পদে এপিডেমিওলজি ও পাবলিক হেলথ বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে, মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলম নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও সহ-সভাপতি পদে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ পদে মাৎস্য প্রযুক্তি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবু জাফর বেপারী, যুগ্ম সম্পাদক পদে গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান ও উন্নয়ন বিভাগের সহকারী প্রফেসর মোঃ নাজমুল আলম টিপু এবং সদস্য পদে কৃষিতত্ত্ব ও হাওর কৃষি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, এগ্রিকালচারাল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আলতাফ হোসেন, সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ড. অনিমেষ চন্দ্র রায়, কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ড. রানা রায়, মৌলিক বিজ্ঞান ও ভাষা বিভাগের সহকারী প্রফেসর রাহুল ভট্টাচার্য্য, এনিম্যাল ও ফিশ বায়োটেকনোলজি বিভাগের সহকারী প্রফেসর দিলরুবা আফরীন নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে ৪ জানুয়ারি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১৮ তারিখে জমাকৃত মনোনয়ন পত্রসমুহ যাচাই-বাছাই শেষে ১৯ তারিখে বৈধ প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। শিক্ষক সমিতি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন ২০২২ এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা ও নির্বাচন কমিশনার হিসাবে আরো ছিলেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আতাউর রহমান এবং প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামান।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণ করছে সিকৃবি শিক্ষক সমিতি

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত শোয়েব-সালাহ উদ্দীন পূর্ণ প্যানেল জয়ী

প্রশাসন ভবনের সামনে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

অফিসার পরিষদ কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২২ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক অফিসার পরিষদ মনোনীত পূর্ণ প্যানেল জয় লাভ করেছে। অফিসার পরিষদের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ বদরুল ইসলাম শোয়েব। বর্তমান পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জয় লাভ করেছেন ড. সালাহ উদ্দীন আহমদ। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রশাসন ভবনের নিচতলায় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই নির্বাচন উপলক্ষ্যে সিকৃবি ক্যাম্পাসে একটি উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে সকাল থেকে প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত হয়েছেন। অফিসার পরিষদের নির্বাচনে অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ছায়াদ মিয়া, সহ-সভাপতি মোঃ মাকছুদার রহমান, যুগ্ম সম্পাদক কামরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ ড. অশোক বিশ্বাস, দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ডাঃ শিপলু রায়, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল ফরহাদ আখন্দ, ক্রীড়া সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক খলিলুর রহমান ফয়সাল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাবিলা ইলিয়াস। নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নাজমুন নাহার শারমিন, প্রকৌঃ মোঃ কামাল হোসেন মোল্লা, ডাঃ ফখর উদ্দিন এবং মোঃ মফিজুল হক। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কৃষিবিদ মোঃ সাজিদুল ইসলাম, তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আরো দায়িত্ব পালন করছেন, এডিশনাল রেজিস্ট্রার ফাতেহা শিরিন ও উপ-পরিচালক ডাঃ সুমন তালুকদার। নির্বাচন নিয়ে উপস্থিত ভোটারদের মধ্যেও সন্তুষ্টি লক্ষ্য করা গেছে। নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ বদরুল ইসলাম ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি আগামীতে কর্মকর্তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল কাজে পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্দর পরিবেশের জন্য সকলকে নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেখানো পথে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। এদিকে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত অফিসার পরিষদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রশাসন ভবনের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় কর্মকর্তাবৃন্দ।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে সিকৃবি অফিসার পরিষদ

গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থি শিক্ষক সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের (গশিপ) নির্বাহী কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মৎস্য প্রযুক্তি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবু জাফর ব্যাপারী। গশিপের নির্বাহী কমিটিতে যারা স্থান পেয়েছেন, তারা হলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. রোমেজা খানম, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. রানা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক মারুফাতুজ্জাহান, দপ্তর সম্পাদক ডাঃ অপূর্ব কুমার মন্ডল, প্রেস ও পাবলিকেশন সম্পাদক দীপক দেব নাথ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসলিমা আক্তার, শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ফাহাদ জোবায়ের। কমিটির সদস্যরা হলেন প্রফেসর ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড, প্রফেসর ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোশারফ হোসেন সরকার, ড. সঞ্জয় সরকার, ড. তিলক চন্দ্র নাথ ও সামছুন্নাহার মুক্তা। এদিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা প্রকাশ হবার পর সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তাঁরা ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞার সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করেন। ভাইস-চ্যান্সেলর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সে সভায় গশিপ নেতারা নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলরকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে অনার্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সার্কুলারের প্রতিবাদে মানববন্ধন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) স্কুল অব এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪ বছর মেয়াদি 'ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন এগ্রিকালচার (বিএসসিএজি)' ডিগ্রি প্রদানের প্রতিবাদে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষিবিদ

ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কে ১৬ আগস্ট বেলা ১টায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, সিলেট জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সালাহ উদ্দীন আহমদের সঞ্চালনায় এবং সভাপতি কৃষিবিদ মোঃ সাজিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রতিবাদসভায় বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূর হোসাইন মিঞা, প্রফেসর ড. এ.এফ.এম সাইফুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাশেম, প্রফেসর ড. মোঃ ছিদ্দিকুল ইসলাম, প্রফেসর ড. এম. আসাদ-উদ-দৌলা, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন, প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ আলমগীর, ডাঃ ঋত্বিক দেব অপু, কৃষিবিদ আশিকুর রহমান আশিক, কৃষিবিদ মোঃ এমাদুল হোসেন প্রমুখ। বক্তারা জানান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়, যার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। মাসে দুইদিন তাও অনলাইনে ক্লাস হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন এগ্রিকালচার (বিএসসিএজি)' ডিগ্রি প্রদান করা হলে গ্র্যাজুয়েটদের মান অত্যন্ত নিম্নমানের হবে। বক্তারা আরো বলেন, সম্পূর্ণ প্রায়োগিক বিষয়ের কৃষি ডিগ্রি অনলাইনে দেবার বিষয় না। শিক্ষার্থীদের মাঠে হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষাদান করতে হয়। সুতরাং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কোর্স খুললে কৃষিবিদদের মান মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। তারা জানান, কৃষিবিদ গ্র্যাজুয়েট বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে, বাংলাদেশে আরো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যেতে পারে। দরকার হলে বর্তমানে যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে সেখানে সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে আরো বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা যেতে পারে। বক্তারা, অবিলম্বে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিতে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করার আহ্বান জানান এবং সেটি না হলে পরবর্তীতে বাংলাদেশের সকল কৃষিবিদদের সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে অনার্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সার্কুলারের প্রতিবাদে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদবৃন্দ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মানববন্ধন

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ নভেম্বর ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন নীতিমালা প্রতিহত, নবম পে-স্কেল প্রদান এবং পে-স্কেল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ৫০% মহার্ঘ্য ভাতার দাবীতে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। সাধারণ সম্পাদক অরুন লামার সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিকৃবি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি মোঃ শাহ আলম সুরুক, সহ-সভাপতি মোঃ আতাউর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম, অর্থ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান নিরু, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশনের উপদেষ্টা দেলোয়ার হোসেনসহ বিভিন্নস্তরের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা অভিযোগ করেন ইউজিসি কর্তৃক যে নীতিমালা প্রকাশিত হবে সেটি প্রহসনমূলক। যা কর্মচারীদের জন্য বিপদ বয়ে নিয়ে আসবে। মানববন্ধন থেকে ইউজিসিকে কর্মচারীবান্ধব নীতিমালা করার ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে পাদদেশে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মানববন্ধন

ক্যাম্পাসের অন্যান্য খবর

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা

'যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশকে কৃষিখাতে এগিয়ে নিতে স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, কৃষক ও কৃষিবিদদের প্রচেষ্টায় আজ কৃষিখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ'। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধুঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও অনন্য স্বপ্নদর্শী নেতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল। তিনি আরও বলেন, 'এদেশে এখনও অনেকে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অবমূল্যায়ন করার দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু তিনি যা করে গিয়েছেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন সেই কীর্তি থাকবে'। ২৮ মার্চ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিকাল সায়েন্সেস অনুষদের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম এম মাহবুব আলমের সঞ্চালনায় ও সভাপতি প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল গণি। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল গণি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যে বলা হয়, সেটা খুবই ভালোভাবে প্রমাণিত। বিবিসির জরিপে সেরা বাঙালির তালিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম আসে'। এছাড়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামান, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা, অফিসার পরিষদের সভাপতি

মোঃ আনিছুর রহমান, লেকচারার-এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সোসাইটির সভাপতি মোঃ নাজমুল আলম টিপু ও কর্মচারী পরিষদের সদস্য মোঃ আতাউর রহমান।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা

কৃষি বিষয়ক গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন

৮টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এবছর ক্যাম্পাসে ৩১৫৩ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় ২৫২৫ জন উপস্থিত ছিলো। উপস্থিতির হার প্রায় ৮১%। ভর্তি পরীক্ষার আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন জানান, ১০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১১টা ৩০ থেকে বেলা ১২টা ৩০ পর্যন্ত কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ছাড়াই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্নের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদিকে ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষ্যে ভোর থেকেই সিকৃবি ক্যাম্পাসে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা অভিভাবকসহ সিকৃবি ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয়। পরীক্ষা শুরুর পর বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন সিকৃবির তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। তাঁর সাথে পরিদর্শনে ছিলেন, সিকৃবির ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক এবং কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন, রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম, ভেটেরিনারি এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এম. রাশেদ হাসনাত, কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ আসাদ-উদ-দৌলা, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ শাহ আলমগীর, বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ মেহেদী হাসান খান, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. কাজী মেহেতাজুল ইসলাম, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামান, জনসংযোগ ও প্রকাশনা

কৃষি বিষয়ক গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় হল পরিদর্শন করছে সিকৃবি প্রশাসন

দপ্তরের পরিচালক মোঃ আনিছুর রহমান, প্রক্টর ড. তরিকুল ইসলাম প্রমুখ। ঢাকা থেকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মিজানুল হক কাজল এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার সুমন কুমার দাস সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রসমূহে পরিদর্শন দলের সাথে যুক্ত ছিলেন।

কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদে নবীনবরণ

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা, সেচের অপচয় রোধ করে অধিক ফসল উৎপাদন, বীজ ও সারের সুষম প্রয়োগসহ কৃষির আধুনিকায়নে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। ১৬ মার্চ কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের নবীণ বরণ অনুষ্ঠানে নবীণদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তারা উক্ত অনুষদের সম্ভাবনা নিয়ে এসব কথা বলেন। প্রভাষক সুমাইয়া রশিদের সঞ্চালনায় ও সহযোগী প্রফেসর ড. মুক্তারুন ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই মটরস লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কৃষি প্রকৌশলী সুব্রত রঞ্জন দাস এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি প্রকৌশলী সুব্রত রঞ্জন দাস বলেন, দেশের কৃষিকে যান্ত্রিক কৃষিতে রূপান্তরিত করতে কৃষি প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে কৃষি প্রকৌশলীরা দেশে ও বিদেশে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. তরিকুল ইসলাম, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, অনুষদীয় শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, ২ অক্টোবর ২০১১ সালে কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের যাত্রা শুরু। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ম ব্যাচের নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের পথচলা শুরু হলো।

নবীণদের বরণ করে নিচ্ছে কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ প্রকাশিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ প্রকাশিত হয়েছে। জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ভাইস-চ্যান্সেলর সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ মোহন মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সদস্য-সচিব জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক মোঃ আনিছুর রহমানের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাশেম, অর্থ ও হিসাব শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূর হোসেন মিঞা, সিকৃবি রিসার্চ সিস্টেমের পরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহম্মদ, চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অসীম রনজন্ রায়, গ্রন্থাগারিক সুবীর কুমার পাল, শরীরচর্চা বিভাগের পরিচালক মোঃ ছানোয়ার হোসেন মিয়া, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা সামছুজ্জামান, জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তরের উপ-পরিচালক ডাঃ সুমন তালুকদার ও খলিলুর রহমান ফয়সাল, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ মাহফুজুর রব, প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত)

ড. তরিকুল ইসলাম প্রমুখ। ড. মতিয়ার প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, প্রতিবেদনটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিভাগের তথ্য, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সম্মাননার খবর এবং ২০২১ সালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তালিকা ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে বলে আলোচকবৃন্দ জানিয়েছেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

প্রথম জাতীয় বায়োটেকনোলজি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

প্রথম জাতীয় বায়োটেকনোলজি অলিম্পিয়াডে অতিথিবৃন্দ

জীবনধারায় নতুন বেগ, সমৃদ্ধির জন্য বায়োটেক এই স্লোগানকে ধারণ করে দেশে প্রথম জাতীয় বায়োটেকনোলজি অলিম্পিয়াড-২০২২, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে। এতে সারাদেশের হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। ১১ নভেম্বর সকালে জাবির বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ও বায়োটেক ক্লাবের আয়োজনে জাবির স্কুল অ্যান্ড কলেজে অলিম্পিয়াড শুরু হয়। বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান। সভাপতিত্ব করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. উম্মে সালমা যোহরা। প্রফেসর ড. উম্মে সালমা যোহরা বলেন, বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশে প্রথমে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৫ সালে চালু করা হয়। আসলে আমরা দেখি যে দেশে বায়োলজি অলেম্পিয়াড আছে, গণিত অলিম্পিয়াড আছে কিন্তু বায়োটেকনোলজি অলিম্পিয়াড নেই। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের আয়োজনে এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছে। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভেতর বায়োটেকনোলজির একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়া। অলিম্পিয়াডটি আয়োজনে সহযোগিতা করেছে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যাল, ন্যাশনাল ইনিস্টিউট অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ফার্মিং ফর ফিউচার বাংলাদেশ ও জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর। প্রতিযোগিতায় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্তত ৫০টি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

সার্জিক্যাল কিটবক্স বিতরণ

ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগের উদ্যোগে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ভেটেরিনারি শিক্ষার্থীবৃন্দের মাঝে সার্জিক্যাল কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের সম্মেলন কক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। "Keep In Touch" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মোট ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে কিটবক্স তুলে দেওয়া হয়। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কাওছার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এম রাশেদ হাসনাত। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. নাসরিন সুলতানা লাকী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দসহ অনুষদের ১৪টি বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। কিটবক্স প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদারকে বিভাগের পক্ষ থেকে একটি সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। কিটবক্স প্রদান অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করে এসকেএফ বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।

অতিথিদের কাছ থেকে সার্জিক্যাল কিটবক্স গ্রহণ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রান্তিক তুলির আঁচড়ে রঙিন সিকৃবি

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের শিক্ষার্থীরা এক হয়ে প্রথমবারের মত জঁমকালো র‍্যাগডে আয়োজন করে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থান রঙ তুলিতে রাঙিয়েছে। টিলা আর চা বাগানের সৌন্দর্য্যে অপরূপ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রাণের উচ্ছ্বলতা করেছে স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা। ১৬ নভেম্বর তাদের সমন্বিত র‍্যাগডে আয়োজন করতে ব্যস্ত ছিলো সবাই। অনুষদভিত্তিক আয়োজন, নাচ, রঙ খেলা, কনসার্ট, দাওয়াতপত্র বিলি করাসহ বিশ্ববিদ্যালয় রাঙিয়ে তোলায় বেশ কর্মব্যস্ত সময় পার করে তারা। এরই অংশ হিসেবে তারা রঙ তুলি হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রাঙিয়ে তুলতে শুরু করে। নিষ্প্রাণ দেয়ালগুলোকে তারা দিয়েছে প্রাণ। নির্বাক দেয়ালগুলো প্রাণ ফিরে পেয়ে এখন হেসে হেসে কথা বলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরের দেয়াল, ক্যাফেটেরিয়ার দেয়াল রঙ বেরঙের আঁকিবুকিতে প্রাণবন্ত করার কাজ করে তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার বিভিন্ন দেয়ালে নানা রকম চিত্রকর্ম এঁকেছে বিদায়ী শিক্ষার্থীরা

স্বীকৃতি ও সম্মাননা

কৃষিতে অবদানের জন্য সম্মাননা পেলেন প্রফেসর নূর হোসেন

কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির ২১তম বার্ষিক সম্মেলন ও ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব ও হাওর কৃষি বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূর হোসেন মিঞা সম্মাননা পদক লাভ করেছেন। কৃষিতত্ত্ব সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ওমর আলীর সঞ্চালনায় এবং সমিতির সভাপতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. নূর আহমদ খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর ড. শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিঞা, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. মোঃ জয়নুল আবেদীন এবং এসিআই এগ্রোবিজনেস প্রধান ড. এফ এইচ আনসারি। উল্লেখ্য, কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা এবং গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূর হোসেন মিঞাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূর হোসেন মিঞাকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম হলেন সিকৃবি'র খতিব

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব হাফেজ মাওলানা মোঃ হারুন অর রশীদ জাতীয় পর্যায়ে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ইতোপূর্বে সিলেট সদর উপজেলা, সিলেট জেলা ও সিলেট বিভাগে শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হন। তিনি চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার উপাদি উত্তর ইউনিয়নে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আব্দুল হান্নান মিয়াজি এবং মাতার নাম রহিমা বেগম। ব্যক্তি জীবনে তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক। মাওলানা হারুন অর রশীদ ১৯৯৮ সাল থেকে সিকৃবি কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হিসেবে কর্মরত আছেন। উল্লেখ্য জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হওয়ায় তিনি পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ, সনদ ও ক্রেস্ট পাবেন। হাফেজ মাওলানা মোঃ হারুন অর রশীদ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হওয়ায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার ও রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম অভিনন্দন জানান।

সিকৃবির মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের "সেলিব্রেশন অব এচিভমেন্ট" অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের Aquatic Science নিয়ে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রথম হয়েছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় "সেলিব্রেশন অব এচিভমেন্ট" অনুষ্ঠান। ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের সম্মেলন কক্ষে ২৬ জুলাই মঙ্গলবার এই উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী প্রফেসর পার্থ প্রতীম বর্মনের সঞ্চালনায় এবং মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। "সেলিব্রেশন অব এচিভমেন্ট" অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মৎস্য জীববিদ্যা ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুব ইকবাল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, দপ্তর প্রধানবৃন্দ এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্পেন ভিত্তিক SCImago Institutions Rankings এর ওয়েবসাইটে সম্প্রতি এই র‍্যাংকিং প্রকাশ পেয়েছে। মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদটির শিক্ষকদের গবেষণায় ও পরিশ্রমে এই অর্জন সম্ভব হলো। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণাগুলোর সারাংশ নিয়ে "বুক অব এবস্ট্রাক্ট" নামে একটি গ্রন্থও এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনাটির মোড়ক উন্মোচন করেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। উল্লেখ্য ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ শিক্ষায় ও গবেষণায় বহুদূর এগিয়েছে। অনুষদের ৪৪ জন শিক্ষক ও গবেষক রাতদিন পরিশ্রম করে আজকের এই অবস্থান তৈরি করেছেন।

'বুক অব অ্যাবস্ট্রাক' হাতে অতিথিবৃন্দ

ভিয়েতনামের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে সিকৃবির শিক্ষার্থী নাসরিন সুলতানা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামের একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন সিলেট কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার্থী নাসরিন সুলতানা। ২৩ নভেম্বর International Conference on Food & Agriculture Advanced Technology for Sustainable Development 2022 (FAATSD 2022) - এ অংশ নিতে নাসরিন সুলতানা ভিয়েতনামের মাটিতে পা রাখেন। ১৬ জন বাংলাদেশীর মধ্যে নাসরিন সিলেট বিভাগ থেকে অংশ নেয়া একমাত্র ক্ষুদে গবেষক। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিভার্সিটি অব হো চি মিন সিটি অ্যান্ড ইকো-টেক ভিলেজ-এর এশিয়ান ফুড সেইফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশনের আয়োজনে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র মাহমুদুল হাসান রিফাতের তত্ত্বাবধানে মূলত একটি গবেষক দল কাজ শুরু করে। নাসরিন সুলতানা ছাড়াও আরো দুইজন গবেষক মিলে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তৈরি করেন। In silico Identification of de novo and Conserved MicroRNAs of the Model Moss *Physcomitrella patens* শিরোনামে একটি পোস্টার তৈরিতে আরো কাজ করেছেন জান্নাতুল নাইমা বনা এবং তৌশিতা তাহমিন ঐশি। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অংশ নেয়া নাসরিন সুলতানা জানান, "ভিয়েতনাম সফর আমার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীরা সে সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। প্রায় ১০০০টি গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়, সেখানে আমি অংশ নেয়ার পর খুব সম্মানিত বোধ করছি"। নাসরিন সুলতানা তার পোস্টারটি উপস্থাপনার পর সম্মেলনের "বেস্ট প্রেজেন্টেশন" পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মৌলভীবাজারের দ্যা ফ্লাওয়ার্স কেজি অ্যান্ড হাই স্কুল এবং মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রী

নাসরিন বর্তমানে কৃষি অনুষদের লেভেল-৩ সেমিস্টার-২ তে পড়াশোনা করছেন। কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ আসাদ-উদ-দৌলা বলেন, নাসরিন অত্যন্ত মেধাবী। অল্প বয়সে তার এই সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গর্বের কারণ হলো।

ভিয়েতনামের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সাথে সিকৃবি'র শিক্ষার্থী নাসরিন

ডাঃ মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরী–এর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড কেমিস্ট্রি বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরী গত ২০২২ সালের মে মাসে হার্পার অ্যাডামস ইউনিভার্সিটি থেকে সফলভাবে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৮ সালে ইংল্যান্ডের হারপার এডামস (নিউপোর্ট শ্রোপসায়ার) বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি শুরু করেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিল Low protein diets for dairy cow based on high protein forages and their effects on performances, digestibility, metabolism, and apparent nitrogen use efficiency. তার পিএইচডি প্রজেক্টের ফান্ড এসেছে ইংল্যান্ডের Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) থেকে। ড. রাশেদ তার গবেষণায় হোলস্টেইন ফ্রিজিয়ান দুগ্ধজাত গাভীর উপরে কাজ করেছেন যাতে দেখানো হয়েছে কিভাবে দেশীয় উচ্চ-প্রোটিনসমৃদ্ধ লিগিউম গাছের ব্যবহার করে দুধ উৎপাদনের খরচ কমানো যায়। তার প্রকল্পের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা উন্নত করে দুগ্ধজাত গরু থেকে অ্যামোনিয়া নির্গমন বন্ধ করা। একজন পিএইচডি ফেলো হিসেবে মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরী ব্রিটিশ সোসাইটি অফ অ্যানিমেল সায়েন্স (বিএসএএস) এবং আমেরিকান ডেইরি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (এডিএসএ) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ২০২০ সালে BSAS সম্মেলনে Industry award- এর জন্য শীর্ষ ৬ চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২০২১ সালে BSAS এ ৩ মিনিট মৌখিক উপস্থাপনার জন্য CABI সেরা পোস্টার পুরস্কারও জিতেছিলেন। তার পিএইচডি কাজটি Journal of Dairy Science এ প্রকাশিত হয়েছে।

ডিন কাউন্সিলের নতুন আহবায়ক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন কাউন্সিলের নতুন আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছেন বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান। ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক হিসেবে কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ আল মামুন এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খানকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পশু পালন বিষয়ে স্নাতক, ২০০১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োকেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ও ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণী পুষ্টি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

সহকারী প্রফেসর খাদিজা ইয়াসমিনের পিএইচডি ফেলোশিপ লাভ

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী প্রফেসর খাদিজা ইয়াসমিন The Education University of Hong Kong এর পিএইচডি ফেলোশিপ লাভ করে গত সেপ্টেম্বর সেমিস্টার হতে পিএইচডি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছেন। খাদিজা ইয়াসমিন এর এরূপ ফেলোশিপ অর্জনের প্রেক্ষিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক প্রকাশক "Springer" কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে সিকৃবি শিক্ষকের বই

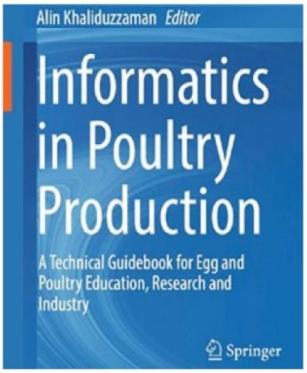

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক ড. খালিদুজ্জামান এলিন সম্পাদিত ইনফরম্যাটিক্স ইন পোল্ট্রি প্রোডাকশন বইটি আন্তর্জাতিক প্রকাশক "Springer" কর্তৃক ২০২২ সালের ডিসেম্বর এ প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটিতে, সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি (যেমন: অপটিক্যাল সেন্সর, কম্পিউটার ভিশন, ফ্লুরোসেন্স টেকনিক, অ্যাকোস্টিক সেন্সর এবং ইনফরম্যাটিক্স) পোল্ট্রি উৎপাদন শিল্পে (প্রি-ইনকিউবেশন, ইনকিউবেশন এবং পোস্ট-হ্যাচ পিরিয়ড) ব্যবহার করার জন্য সমন্বয় করা হয়েছে। বইটির শেষ অধ্যায়ে স্মার্ট পোল্ট্রি শিল্পের সাথে একাধিক এসডিজি যুক্ত করে আলোচনা হয়েছে। এই বইয়ের প্রধান পাঠক হতে পারে কৃষি প্রকৌশল, পোল্ট্রি বিজ্ঞানের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, পোল্ট্রি উৎপাদন শিল্প, পোল্ট্রি সরঞ্জাম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। ড. খালিদুজ্জামান বলেন "আগামী দশকে বিশ্বব্যাপী প্রাণীজ আমিষ নিরাপত্তা এবং প্রাণী কল্যাণ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের ডিম ও পোল্ট্রি খাতের বড় ধরনের অগ্রগতি প্রয়োজন। যখন আমি বুঝতে পারি যে, পোল্ট্রি বিজ্ঞানের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনফরম্যাটিক্সকে একীভূত না করে পোল্ট্রি সেক্টরের দ্রুত প্রবৃদ্ধি প্রায় অসম্ভব, তখন আমি এ সেক্টরে অবদান রাখতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তাটি পাঠানোর জন্য এই বইটি লেখার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এই বইটি বিশ্বে প্রথম বই যেখানে এগ ও পোল্ট্রি সায়েন্স, অপ্টিকাল সেন্সিং এবং ইনফর্মেশন সায়েন্স একীভূত করা হয়েছে"। পোল্ট্রি শিল্পে প্রযুক্তির প্রয়োগ এখন এ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়ন এর জন্য। এই বইটি তথ্যবিদ্যা, নির্ভুল হ্যাচারি অনুশীলন এবং পোল্ট্রি উৎপাদন ব্যবস্থাকে একত্রিত করেছে। এটি পোল্ট্রি উৎপাদন ও গবেষণার জন্য প্রযোজ্য সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

স্মার্ট ও নির্ভুল পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রকৌশল পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বর্তমান এবং ভবিষ্যত ডিম ও পোল্ট্রি উৎপাদন শিল্পে কীভাবে সর্বশেষ প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায় তাও আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে, গবেষকরা নতুন গবেষণা ডোমেইন তৈরির ধারণা পেতে পারেন, শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানকে আরও গভীর করতে পারে, পাখি বিশারদগণ তাদের অনুসন্ধানের জন্য সর্বশেষ পদ্ধতির বিশদ বিবরণ পেতে পারেন এবং অবশেষে পোল্ট্রি উৎপাদন এবং সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডাররা এই চমৎকার বইটির বিষয়বস্তু থেকে আগত প্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ উপকৃত হতে পারেন।

সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগের এম এস ছাত্রীর অসামান্য সাফল্য

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগের এম এস ইন সার্জারি বিষয়ের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস জেমিনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ" কর্মসূচির আওতায় খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান গ্রুপের মোট ১,৩৮১ জন গবেষক ছাত্র-ছাত্রীর মেধাভিত্তিক তালিকায় ২৮তম এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের ৬টি অনুষদের মধ্যে প্রথম তালিকাভুক্ত ফেলো হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগের শিক্ষক ড. নাসরিন সুলতানা লাকীর তত্ত্বাবধানে "মহিলা বিড়ালের হেমাটোলজিক্যাল প্যারামিটার এবং খনিজ উপাদানের উপর ওভারিওহিস্টারেক্টমির প্রভাব" সংক্রান্ত গবেষণা কাজের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মেধাভিত্তিক তাকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে তিনি ৩২টি বিড়াল নিয়ে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য কাজ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সিস্টেম (সাউরেস) থেকেও তিনি গবেষণা বাবদ অনুদান পেয়েছেন। উল্লেখ্য, জান্নাতুল ফেরদৌস জেমিনা ভেটেরিনারি, এ্যানিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিভিএম ডিগ্রী অর্জনকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে এ যাবতকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড সিজিপিএ গ্রেড অর্জনকারী শিক্ষার্থী। তার সিজিপিএ ৩.৯৩। ইতিমধ্যে তিনি এম এস বিষয়ের ২টি সেমিস্টারেও সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট ৪.০ অর্জন করেছেন। তার এই সাফল্যের জন্য বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননাও পেয়েছেন। তিনি বিগত রোকেয়া দিবসেও মেধাবী হিসেবে "বেগম রোকেয়ার রচনাবলী" গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে উপহার পেয়েছেন।

গবেষণাগারে চিকিৎসায় মগ্ন শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস

শোক

হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন সিকৃবির মবর উদ্দিন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের ইস্যু কাম ডেসপাস সহকারী মোঃ মবর উদ্দিন ৫ সেপ্টেম্বর ভোর ৪ টায় নগরীর ইবনে সিনা হাসপাতালে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া.....রাজিউন)। মবর উদ্দিন ১৯৮০ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষীপাশা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩ সাল থেকে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক সন্তান রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার ও রেজিস্ট্রার মোঃ বদরুল ইসলাম মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

নিয়োগ ও পদোন্নয়ন

বায়োকেমিস্ট্রি এবং কেমিস্ট্রি বিভাগে নতুন চেয়ারম্যান

গত ২৪ জুন বায়োকেমিস্ট্রি এবং কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে বিভাগটির সহযোগী প্রফেসর মোসাঃ রুবাইয়াৎ নাজনীন আখন্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মোসাঃ রুবাইয়াৎ নাজনীন আখন্দ ২০১২ তে প্রভাষক হিসেবে বায়োকেমিস্ট্রি এবং কেমিস্ট্রি বিভাগে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন, পরবর্তীতে ২০১৪ সালে সহকারী প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতীপ্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে, বায়োকেমিস্ট্রি এবং কেমিস্ট্রি বিভাগ তখন তৎকালীন ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ২০১৪ সালে মোসাঃ রুবাইয়াৎ ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে বিভাগটিকে বর্তমান বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং অনুষদে স্থানান্তরিত করার জন্য অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। রুবাইয়াৎ নাজনীন আখন্দ ২০২০ সালে সহযোগী প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি পান। বিভাগটিতে এর আগে অন্য কোন সিনিয়র শিক্ষক না থাকায় প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান পরপর চার মেয়াদে বিভাগটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বায়োকেমিস্ট্রি এবং কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে নতুন চেয়ারম্যান মোসাঃ রুবাইয়াৎ নাজনীন আখন্দ-এর হাতে উপহার তুলে দেন পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খান। দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নতুন চেয়ারম্যানকে বরণ করে নিচ্ছেন অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

সংবিধি সংস্থার অধিবেশন

সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ মার্চ শনিবার সকাল ১১টায় সিন্ডিকেটের ৪০তম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সিন্ডিকেট সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার। রেজিস্ট্রার ও সিন্ডেকেটের সচিব মোঃ বদরুল ইসলাম এ সভার কার্যপদ্ধতি উপস্থাপন করেন এবং সঞ্চালনা করেন। সভায় সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর ড. শামসুল আলম, সংসদ সদস্য মোঃ আব্দুস শহীদ, ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এম রাশেদ হাসনাত, কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ আসাদ-উদ-দৌলা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ইমেরিটাস প্রফেসর ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফৌজিয়া জাফরিন এনডিসি, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের আরেক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামাণিক, বাংলাদেশ প্রাণি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. রফিকুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, সিলেট বিভাগের কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চা উৎপাদন প্রযুক্তি বিভাগের প্রফেসর ড. এ এফ এম সাইফুল ইসলাম এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। ৪০তম সিন্ডিকেট অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সিন্ডিকেটকে অবহিত করা হয়। সিন্ডিকেট সভা শুরুর আগে সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ প্রশাসন ভবনের সামনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এদিকে বরেণ্য কৃষিবিদ ও সিকৃবির সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. শামসুল আলম এবং ইমেরিটাস প্রফেসর ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডলের মর্যাদাপূর্ণ একুশে পদক প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা দিয়েছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। বিকাল ৪টায় ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদের সম্মেলন কক্ষে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ২৪ সেপ্টেম্বর ৪১তম সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ২০২২ সালের ৭ মার্চ ৪১তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভা, ১১ এপ্রিল ৪২তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভা এবং ২০ সেপ্টেম্বর ৪৩তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিন্ডিকেট সভা শুরুর আগে সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ প্রশাসন ভবনের সামনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

প্রফেসর ড. মোঃ মোহন মিয়া

সদস্য

প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাশেম, প্রফেসর ড. এম. এম. মাহবুব আলম
প্রফেসর ড. মোঃ মাহফুজুর রহমান, জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ কায়সার
জনাব খলিলুর রহমান ফয়সাল

সদস্য-সচিব

জনাব মোঃ আনিছুর রহমান

তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও অলংকরণ

জনাব খলিলুর রহমান ফয়সাল